19th Year, 2nd Issue
June 2022
Birthday Issue
১৯ তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা
জুন ২০২২
জন্মদিন সংখ্যা

Suggested contribution : Rs. 10/-

স্বকণ্ঠে
in our own voice

A
Sappho Publication
একটি
'স্যাফো' প্রকাশনা

প্রস্তাবিত অনুদান : ১০ টাকা

for the rights of sexually marginalised women & transmen

আমাদের কথা

"আমার কিছু কথা ছিল
তোমায় বলার, কেবল তোমায়;
যেই না আমি ঠোঁট নেড়েছি
সেই কথাটা তলিয়ে গেল
এই সময়ের শব্দ তলায়...।"

মৌসুমী ভৌমিক এর গলায় গাওয়া এই গানের লাইনটা ধার নিলাম নিজেদের কথা শুরু করার জন্য। অনেক অনেক কথা সারা বছর ধরে জমে থাকে। নানা মানুষের আনাগোনা, কথা বার্তা, এতো কিছু মনের মধ্যে চলতে থাকে যে মনের কথা পেন অবধি পৌঁছায় না। একেবারে এই গানের লাইনের মতো। স্যাফোর সমাজ কর্মী ও যুক্ত থাকা কমিউনিটির মানুষদের অভিজ্ঞতা থেকে আজ এই সম্পাদকীয় শুরু করছি। আমরা এই অভিজ্ঞতাগুলো থেকে কিছু দর্শন খুঁজে পাই, যার দ্বারা আমাদের বিচ্ছিন্ন জীবনে এক স্পন্দন অনুভব করি এবং এই হিংসা থেকে নিস্তার পাওয়ার আশা রাখি। এই সংখ্যার সম্পাদকীয়টা নতুন সুরে শুরু করছি যা আমাদের এই সম্মিলিত অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরবে।

গতবছর ১১ই সেপ্টেম্বর ২০২১-এ স্যাফোর কর্মী ও সদস্যরা মিলে আপৎকালীন তৎপরতায়, অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করি শুধু বিপদে পড়া ও ঘরছাড়া লেসবিয়ান, বাইসেক্সুয়াল মহিলা ও রূপান্তরকামী পুরুষের (LBT) জন্য। আমাদের একটি সক্রিয় crisis intervention team (LBT) তৈরী করতে হয় এই চেন্ট এর মতো আসতে থাকা crisis কে সামাল দেওয়ার জন্য। এই team এর মূল কাজ হলো — হেল্পলাইন থেকে crisis call attend করা, peer support দেওয়া, crisis এ থাকা মানুষগুলোর সাথে সরাসরি কথা বলা ও তাদের সমস্যা বুঝে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, counselor এর সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া, কিছু মাসের জন্য অস্থায়ী আবাসনে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া। Pandemic চলাকালীন এই তিন বছরে স্যাফোর counseling service এর পরিসংখ্যান এখন বছরে গড়ে ৮০০, যা pandemic এর আগে ছিল বছরে গড়ে ২৫০।

জন্মের সময় মহিলা চিহ্নিত মানুষদের উপর বিয়ের চাপ ও তার থেকে তার মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া এক নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। বাড়িতে ঘটে চলা হিংসা — corrective rape, যৌন হিংসা, ঘরে বন্দী করে রাখা নিয়ে কথা বলার কোনো জায়গা থাকেনা। বাড়ির লোকেরা তাদের পছন্দ মতো psychiatrist এর কাছে নিয়ে যান যিনি সমকামিতা সারানোর জন্য থেরাপি করেন। ১৯৭৩ সালে মার্কিন সাইক্রিয়াটিক এসোসিয়েশন সমকামিতা কে রোগের তালিকা থেকে বার করে দেওয়ার পরেও এই ধরণের চিকিৎসা চলছে আজও।

বেশীরভাগ crisis call আসে বাড়ি থেকে জোর করে বিয়ে দেওয়া নিয়ে। অনেকেই পালিয়ে আসতে পেরেছেন। অনেকের কাছে আমরা পৌঁছতে পারিনি। অনেকের কাছে সুদূরের বন্ধুরা গেছেন সাহায্য করতে। Pandemic এর সময় আমরা গার্হস্থ্য হিংসা, যা মূলত নিজের রক্তের সম্পর্কের মানুষেরা করে থাকেন তা কত রকমের হতে পারে, তার একটা আঁচ পেলাম। এই হিংসার জন্য প্রচুর কমিউনিটির মানুষ ঘর ছাড়া হন। ১৮ থেকে ২৫ বছরের LBT মানুষরা আমাদের কাছে গৃহ হিংসা নিয়ে অভিযোগ করেন। এই বয়েসী কুইয়ার মানুষরা অর্থনৈতিক ভাবে সবচেয়ে দুর্বল। অনেকেই মাঝ পথে পড়াশুনো ছেড়ে চাকরির আশায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। অনেক সময় কুইয়ার বা ট্রান্স মানুষটির আইডেন্টিটি বাড়িতে জেনে যাওয়ার পর তার উপর নজরদারি বৃদ্ধি পায় — কেড়ে নেওয়া হয় ফোন ও জমানো টাকা পয়সা, এটিএম কার্ড, আইনি নথিপত্র। এর পর তার চাকরি পাওয়া বা সামান্যতম অর্থ উপার্জন করাও বন্ধ হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে সাংগঠনিক ভাবে পুলিশ নিয়ে গিয়েও বাড়ির থেকে নথিপত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়না। প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রেই বাড়ির লোকেদেরকেই সমর্থন করেন। তারা পারিবারিক পিতৃতান্ত্রিক আদর্শকেই রক্ষা করতে তৎপর হন।

বাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে বেঁচে থাকা ও টিকে থাকার জন্য মৌলিক সম্পদের অভাব — যেমন থাকার জায়গা, পরিশুদ্ধ খাবার জল, রেশন, সুরক্ষা, ইত্যাদি। কুইয়ার ও ট্রান্স মানুষের জীবনের ইতিহাসে বাড়ি ছাড়ার সাথে সাথে আসে মাইগ্রেশন। অনেক ছোট বয়েস থেকে রোজগার শুরু করতে হয়। আমাদের দেশে বিপুল শিশু ও মহিলা শ্রমিকের মধ্যে কুইয়ার ও ট্রান্স মানুষরাও রয়েছেন।

বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে আমরা যত বেশী দৃশ্যমান হয়ে উঠছি, অত্যাচার ও বৈষম্য যেন তত বেশী দানা বাধছে। বিগত ২৫ বছরের বিভিন্ন সংগঠন ও কালেকটিভ্ এর অধিকার আন্দোলন কুইয়ার ও ট্রান্স কমুইনিটির মানুষকে অনেকটা দৃশ্যমান করেছে। কিন্তু সেই দৃশ্যমানতা সামাজিক ও আইনি স্বীকৃতিতে রূপান্তরিত হয়নি। সুপ্রিম কোর্ট এর ২০১৮ সালের রায়ে বিপরীতকামী সম্পর্কের বাইরে সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষদের যৌন সম্পর্ক কে অপরাধের তালিকা থেকে মুক্ত করা ও ২০১৯ এর Transgender Persons (Protection of Rights) Act কুইয়ার ও ট্রান্স মানুষদের অধিকারের লড়াই এ একটি মাইলস্টোন হলেও তা রোজকার হিংসা ও বৈষম্য দমন করতে সক্ষম হয়নি। ট্রান্সজেন্ডার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড তৈরী হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে, ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের জন্য সরকারি হোম তৈরী হয়েছ, কিন্তু তাতে ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের বেঁচে থাকার মান বেড়েছে কি?

পারিবারিক ও সামাজিক স্তরে যে চূড়ান্ত হিংসা ঘটে তা জীবনকে এক অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেয়। যে অনিশ্চয়তা আর্থিক এবং সামাজিক বৈষম্য কে আরও জোরদার করে। কুইয়ার ও ট্রান্স মানুষদের ওপর ঘটে চলা যৌন হিংসা, গৃহহিংসা, কর্মস্থলে হিংসার প্রতিকারের জন্য আইনি পদক্ষেপ নিতে অসুবিধে হয়। সমান নাগরিকত্বের জন্য কোন Civil ও Political Rights এর প্রতিশ্রুতি নেই রাষ্ট্রের কাছ থেকে। বিয়ে বা সিভিল পার্টনারশিপ এর অধিকার, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বাচ্চা দত্তক নেওয়ার অধিকার, বন্ধু ও পার্টনার সহ পরিবার বানানোর যে আইনি অধিকার অন্যান্য দেশ এ আছে, তার ধার কাছ দিয়ে আমাদের দেশ যায়না। ইতিমধ্যেই গত দু বছরে দিল্লী হাই কোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট এ same sex marriage নিয়ে পিটিশন জমা পড়ে, যা কমিউনিটির মধ্যে কিছু বিতর্ক ও বাক্যালাপ সৃষ্টি করাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমপ্রেম বিবাহ স্বীকৃতি পাওয়া যেরকম একটি দাবী, সেরকম বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির বাইরেও যে যাপন, পরিবার তৈরি করা, সমষ্টিগত ভাবে জীবনকে দেখা তার কিছু আইনি স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে বইকি।

ভারত সরকার ইউনিফর্ম সিভিল কোড (Uniform Civil Code– UCC) নিয়ে মাঝেমধ্যেই কিছু নোটিস ও বার্তা আমাদের সামনে রাখছে। UCC বিয়ে, বিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পত্তি, দত্তক নেওয়া, অভিভাবকত্বের বিষয়ে আইনি আলোচনা, যা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও সাংবিধানিক আইনে বাঁধার চেষ্টা করে। বিভিন্ন কমিউইনিটির মহিলাদের অংশগ্রহন ও বিচার ছাড়া এমন আইন প্রনয়ণ কি সম্ভব ? ১৯৮০ র সময় থেকে নারীবাদী আন্দোলন আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে ভারতবর্ষের মত দেশে UCC লাগু করা সহজ নয়। কারন সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু মৌলবাদ এমন এক পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় মেয়েদের আটকে রেখেছে, যেখানে পরিবার ও ধর্মীয় বা জাতিভিত্তিক সম্প্রদায় এর সম্মান নির্ভর করে মেয়েদের যৌনতা, শরীর, সম্পর্ক কে নিয়ন্ত্রন করে। এই প্রেক্ষাপটে কুইয়ার ও ট্রান্স মানুষদের একটি ভূমিকা আছে।

নারীবাদী আন্দোলন "gender just laws" এর যে দৃষ্টিকোণ তৈরি করেছে তা uniformity বা অভিন্নতা কে মূল লক্ষ্য না করে, লিঙ্গ ভিত্তিক ন্যায়বিচার কে মূল লক্ষ্য করেছে। সেখানে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামো, ধর্ম, জাতি ও লিঙ্গ ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ কে প্রতিহত করার লড়াই কে সামনে রাখা হয়। কুইয়ার ও ট্রান্স মানুষদের জীবন যাপন যেহেতু পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও সমাজের বহির্ভূত, যেহেতু এই কমিউনিটির মানুষরা cis-hetero-casteist-patriarchal family বাইরে বিভিন্ন সমষ্টিগত ব্যবস্থায় জীবন যাপনের প্রয়াস রাখে, তাই এই চর্চায় আমাদের যোগদান অত্যন্ত জরুরী। এই বিষয়ে কুইয়ার ও ট্রান্স কমুইনিটির মানষদের মধ্যে যোগাযোগ ও মতামত আদান প্রদানের জন্য স্যাফো ফর ইকুয়ালিটি জুন মাসের শেষে জাতীয় স্তরে এ একটি আলোচনার আয়োজন করছে। এই আলোচনার ফলস্বরূপ বিভিন্ন নারীবাদী, মানবাধিকার, LGBTIQ rights নিয়ে কাজ করছে এমন সংগঠনের সাথে আমরা কিছু ক্যাম্পেন তৈরি করার চেষ্টা করছি।

সবশেষে সুপ্রীম কোর্টের যৌন কাজকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়াকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। দীর্ঘদিনের যৌন কর্মীদের অধিকারের আন্দোলন, সমান নাগরিকত্বের দাবী, যৌন পেশাতে স্বেচ্ছায় থাকার আইনি স্বীকৃতি এনে দিয়েছে।

আশা করি আমাদের এই জন্মদিনের সংখ্যা আপনার জন্য কিছু নতুন তথ্য এনে দেবে ও কিছু নতুন প্রশ্ন তৈরি করবে।

Family Laws: Historical Debates and New Questions

Chayanika Shah

In the last few years and especially in the past few months we have been told that this government is keen on bringing a Uniform Civil Code (UCC). There is an effort in some quarters to show this as a move opposed only by the biggest minority community in the country. The majoritarian proponents of UCC today also claim to do it so that "women from the minority community get equal rights" since these are apparently "denied to them by their conservative community". How true are these claims, no one has an idea because there has never been a draft of the UCC in the public domain.

What we know thus far is that the UCC will make laws related to the broad fields of marriage, divorce, succession, adoption and guardianship, the same for **all** people. As queer trans people we have just started asserting our rights as citizens and realised that in many of these areas, the law does not include us. Plus the debate on gender justice in this context is very old and thus important to connect with lives outside the hetero-normative fold. Here we need to go back in history to understand the discussions around UCC so that we can add our concerns and voices as we evaluate the proposed UCC if and when it comes.

Why do we have religion based laws governing family?

As people and regions are imagined as a nation some sort of common codes for civil, and criminal matters are thought of. In the case of the subcontinent, this process came as a colonial project that was trying to consolidate economic and political power over a huge land inhabited by many varied communities with their own sets of beliefs and practices. The colonial powers built in all their colonies a legal structure similar to what existed in their countries. Hence we see the presence of something like criminalising of 'unnatural sex' in all the codes under the British empire (Section 377 in most countries).

In matters of personal lives, however, for different reasons they decided to bring together diverse communities under religion based personal laws and leave some space for customary practices. They could have done it to divide the population so that their control became stronger, or because the negotiating local aristocracy wanted it that way, or just because they could not really make sense of the practices there is evidence for each of these arguments. Since they came from Christian communities one of the first laws they made were applicable to the Christians, the Christian marriage act and the Indian succession act. These were made in the latter half of the 19th century modelled in accordance with the British law of that time.

At around the same time they did intervene in the practices of the other communities by making laws that put a ban on sati and allowed remarriage of Hindu widows. It was the 1930s, however, when a serious attempt was made to bring all practices related to marriage, divorce, inheritance, succession, maintenance, adoption and guardianship under religion specific laws. Thus was made the "The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937" and the subsequent Muslim Marriage Dissolution Act of 1939; "The Parsi Marriage and Divorce Act 1936".

Alongside various attempts were made to club all others under a Hindu code bill, an exercise that met a lot of resistance from the powerfully dominant communities, invested in protecting caste patriarchies and joint property interests. Before independence the only law that was actually made in this context was the "Hindu Women's Right to Property Act 1937" which gave widows a share in their husband's property.

Why did independent India keep these religion based laws?

India chose to be a secular democracy and not the Hindu state that some Hindu majoritarian factions wanted. As the Constitution was being drafted, this choice clearly emphasised equal rights for **all its citizens**. Alongside was a commitment to a secularism which believed in respect for the diverse ways in which people practised their faith. At such a time when the horrors of the partition were still very fresh, there was a real anxiety around equal citizenship rights amongst the religious minority communities. In such an atmosphere, when the UCC was discussed, most people felt that religion based laws had to be retained so that the minority communities felt secure.

In the directive principles, however, there was a mention made that a common set of laws is desirable and so the State should work towards it at some point in future. No clear time period was mentioned but the discussions definitely indicate that when the minority communities feel more confidence in the Indian state and its commitment to equality, this can be actualised. It is a travesty that in the last 75 years when this confidence is at its lowest that we are hearing this one sided call to bring in the UCC by certain groups that have political power today.

It is also important to note that the Hindu code bill discussion was simultaneously revived so that a secular common code, a uniform law could be applicable to the majority population of the country. This effort at bringing people from diverse religions like Jainism, Buddhism, Sikhism, Hinduism, the multiple faiths and religions of the adivasi communities, and also the variations in practices esp amongst Hindus across regions met with a very strong opposition from the dominant caste men of the Hindu communities. Dr Ambedkar resigned as the law minister over this rejection of the Hindu Code Bill. Finally four separate laws were passed compromising some of the secular provisions and bringing in Hindu practices especially in matters related to joint family property.

The opposition to the Hindu code bill

The objections were mainly to the fact that a Hindu was being defined irrespective of their caste locations thus openly and clearly allowing for inter-caste marriages under the law. Equally loud and vehement was the opposition to divorce since for many of the mainstream communities marriage was a sacrament. Besides this, the fact that women were being given equal rights to inheritance from parental, acquired and ancestral property went against the idea of a joint family holding resources especially land together. In Hindu religious understanding and practice daughters are gifted via *kanyadaan* to the other family. How could she then stake claim to ancestral property especially since there is also a wide spread practice of patrilocality.

Keeping this in mind what India finally managed to pass was a watered down version of the proposed Hindu code bill. Hindu undivided family working primarily through patrilineal definitions of the family was upheld and women were not given co-parcenary rights. This essentially meant that they were not seen as equal members of the larger undivided family even if they got equal rights within the nuclear family and the self acquired property of their parents. Another important aspect is that while bigamy was removed for Hindu men, a complaint could only be filed by the aggrieved person. Whether aggrieved or not, many women did not file and so the number of bigamous marriages stays high within those considered "Hindu" by law.

The battle over the Hindu code bill was clearly because the suggested legal reform was attempting to break the casteist and gendered social structure of marriage. So finally any change in the law for gender equality is managed through mediated paths that retain the commonly held understanding of marriage and family. There is an incipient patriarchy that imagines women as unequal and lower to men and hence not entitled to economic

independence. Most religions differ in who they think is the family. This gets transcribed through the adoption, succession and inheritance laws.

One last point to note here is that those asking for a UCC in the present times were historically the ones that opposed the introduction of gender equality in the Hindu laws! After the 1950s and the passing of the Hindu laws the discussion on the UCC or on any family laws did not get focussed on till the 80s.

The decade of the 80s sees religious personal laws in focus

In the 80s there were two strands that brought back the focus on family laws. One is the women's movements of the late 70s and the groups and organisations of that period that brought in a feminist analysis to marriage, family, gender equality. These groups were trying to articulate concepts of gender justice in every arena of women's lives from the very personal to the public and were also asserting right to a violence and discrimination free life for all women. As they started organising around domestic violence they discovered that there was no real gender equality in any of the religious laws. Thus they and individual women who challenged some of the provisions in the courts brought up the issue of religious personal laws.

They found that the conservative voices within the Muslim community were as averse to listening to demands of gender equality from within the community as the Hindus were in case of the Hindu code bill. The Christian and Parsi women have been struggling as much as the Muslim women asking for reform in their personal laws but there too reforms have been consistently stalled. It appears that opposition to gender equality and gender justice is common to all conservative forces. The only other time that these forces have joined hands (and it is important to remember this here) was how each of them challenged the Naz judgement of the Delhi High court in the Supreme Court. They were united and stay so in their opposition to more just demands for gender justice and sexuality rights.

These conservative elements from within both the Hindu and Muslim communities got triggered by the Shah Bano judgement. Muslim men mobilised against the rights of Muslim women. Hindu fundamentalist groups that started their quest for political power around this time used this churning to raise the demand of the UCC. It is pertinent to note that in the same breath they opposed Mandal Commission recommendations (showing their casteist character) and started the campaigns around the Ram mandir (attacking the secular imagination of the nation).

In their campaign now the UCC stood for one law for the nation. Till date they have never put before the nation any draft of what this UCC will be like but continuously attack the presence of Muslim personal law as per the Shariat as the solitary outlier in this dream. In their articulation it seems like everyone else is governed by a common law. They never allude to the presence of the other religious personal laws and special provisions that many customary practices and even the Hindu communities have in the present system.

Response of the women's movements

Women's movements have understood their campaigns and feminisms as intersectional and so see fighting for gender justice as equally important as the fight against religion, caste, race based discrimination and violence. They have been vocal against communalisation of society and have resisted any attempts at homogenising a diverse society. They recognise that fight for gender justice especially for the marginalised communities cannot be fought outside of the community alone. So a large section of the women's movements took a stand that it was best that reform and change in personal law happen from within the communities themselves.

These women's groups used the language of gender justice and did not ask for uniformity of community practices. Marriage, family and intimacies mean different things for different people and retaining that variation is important to any articulation around gender justice. At the same time it is important for communities to move practices in accordance with the times and in keeping with notions of justice and equality that the Constitution provides to all its citizens. Using these dual approaches, over the last few decades there are many voices that centre experiences of women within the Muslim, Christian, Parsi communities and the tribal populations. They are looking for protection of their individual and community rights, and are using court cases and negotiations with the religious and community leaders to make this happen.

Gender Just Laws

However, there have been very few collective attempts to think of what could concepts of gender justice look like. Ideas which could question the idea of family and marriage itself as a patriarchal, patrilineal and patrilocal structure that reinforces primacy of blood and marriage in human relationships. A group in Delhi suggested an optional civil code for those who wanted to opt out of their religious personal laws. They did not give a draft of this law but acknowledged that there could be secular imaginations of family and relationships that were independent of all religions.

A unique effort was made by the Forum against Oppression of Women in Bombay from the 1990s to try and get discussions within the feminist movements to arrive at agreements and disagreements on what was understood as justice. In the drafts that they put out in 1990 and later in 1995, they suggested some drastic changes in the understanding of marriage and family, like, seeing marriage as a contract for companionship and not for perpetuating lineages that maintain caste and religion purity. This also meant it can be a bond between any two individuals irrespective of gender, caste, religion. Further they saw it as a mutual contract unlike the majoritarian understanding of marriage as a sacrament and thus suggested dignified and responsible ways to exit the contract. The draft worked with the understanding that affection cannot be demanded but responsibilities that come with the contract, especially the economic and material benefits have to be ascertained especially for those that are dependant, and those that are contributing to the well being through unpaid non-monetised labour.

Another important contribution that thinking like this made was around the need for social security. While this has been a discussion that we hear in many other contexts, bringing it in this domain helps to make the connections between the importance of this family structure to the maintenance of the present economic and labour system. For people to walk out of violent homes, it is important that there are systems of social security available for all individuals.

One of the things that the discussions around the draft shared by FAOW have initiated is around what would be fair economic justice especially in the present realities within which most of us live. Balancing the idea of a just system in a highly unjust milieu is a difficult task and we need much more discussion on how to do this. The voices of those that are not part of the normative understanding of marriage and family, realities of people the law does not include, whose rights get compromised because their experiences are not even considered, need to be at the centre of our discussions. These could be single women, couples living together, friends making familial intimacies, people getting out of violent natal homes, hijra households and families, queer and trans people, communities with shared resources, all and any that break the norms.

Queer Trans voices have to be central to this debate

As people who do not even have a chance to make families of choice within a legally and socially acceptable framework and who also often have very complex relationships with the families that they are born in/grow up in/adopted in, lived realities of queer trans people have to be critical to this conversation. If we want to explore the full rainbow and spectrum of the ways in which we live

our lives and not be pushed into just accepting the model of marriage since it exists, we need to speak more often and add to these debates.

Many of us have lived for years in ways that a simple legal understanding of marriage cannot encompass. We have not been legally and socially allowed to make families of our choice. Our relationships with those that we are connected through blood, the families that we are assigned to, is often complex primarily because we refuse to perpetuate the structures that this blood and sex related family is supposed to sustain. At times we have been cared by those with whom we may not be connected through blood or sexual relationship. These are our intimates and our newer families. How do we preserve this diversity?

As those living in the margins how do we not get further marginalised because marriage and a family made through it occupies such a centre stage in every one's imagination? How do we make sure that the rights of those not in the traditional institutions are also protected, that their choices are not discriminated against. Law is often a means of perpetuating the normative. We need a clear assessment of where do we really need the law and where has law actually prohibited us from living the ways in which we want to live?

These are discussions that are crucial to re-imagine the frame of law for everybody. What we get through law is one part of this effort. The legal campaigns are useless without a social discussion and recognition. The more we speak about our realities and imaginations of our lives, the more it helps us see hitherto unseen possibilities and also opens up newer ways of being for many others. We are building on the struggles of many, from the Ambedkarite, Satyashodhak, Self Respect, Feminist, Marxist movements, who have challenged the many normative understandings of marriage and family. But without us, the complete outliers contributing from our lived experiences, this debate will remain incomplete and fall short in its imagination of the complete transformation of the family, an institution at the core of the edifice of human society.

■ Chayanika Shah is a queer feminist activist, researcher, educator and member of Forum against Oppression of Women (FAOW)

to whomsoever it may concern

Rukmini

to whomsoever it may concern
i must grieve a journey that is unsure in its steering.
Distance is two red crosses across a paper map,
a trail of prospective memories filling up the inbetween;
Distance is the lonely unwinding of the day,
Slipping into slumber - resisting rest that is absent of her.
i am pathetic in company,
fidgeting with loose thread hanging off my blouse
Tapping at surfaces impatiently
Eyes never quite on anything, never quite leaving anything,
and yet here i am
unable to digest what i always crave.
Distance is a reminder of our unsure steering. Alone. Together. But alone.

Long
Distance.
what tape measures the length of our first encounter to our next farewell?
distance is a length that is already far too stretched,
a cloth that overestimated the capacity of my body
so now i'm drowning in excess;
All distance from her is long, so what tape measures the wear for this fix i'm in?

missing , missing , missing:
is it a euphemism for wanting,
for needing; for loving?
I sing myself lullabies of her laughter,
the way it is never restrained or unsure of joy,
she lets it be known that her heart sits in her to feel, so i must tell her that i feel her absence now
and it feels heavy.

to whomsoever it may concern
what is the address to send grievances of whole hearts that need holding?

■ Rukmini - lovingly called Rai - is a Program Associate at Sappho for Equality & they love cats more than anything in this world!

New Life for Me

মনামি

"I was not just going to walk– I was going to run. And then– once I stopped running– I was going to dance." – *Robert Battle*

নাচের সাথে আমার সম্পর্ক খানিক এইরকম। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যও সঙ্গীতের সাথে পরিচয় ছোটবেলা থেকেই শুরু। রবার্টের কথা ধরলে সেই আড়াই বছর বয়স থেকে হাঁটা শুরু যা এখন নাচে পরিণত হয়েছে। সময়ের সাথে ক্রমে বুঝতে শিখেছি এই শিল্পকলার জটিলতা, সরলতা। যেন একে অপরের সাথে বেড়ে ওঠা।

নাচ শুধুই শরীরের নিরলস প্রচেষ্টা নয়, এর সাথে যোগ আছে ব্যক্তি মানুষেরও। আমার নাচের ভাষা ওড়িশি নৃত্য, যা ভারতের পূর্বরাজ্য উড়িষ্যাতে সৃষ্টি। শাস্ত্রীয় তকমা একটু দেরিতে পেলেও এর শিকড় অনেক গভীরে। অনেক প্রশ্ন, অনেক উপলব্ধি উঠে এসেছে নাচের সাথে যত সান্নিধ্য বেড়েছে। চেষ্টা করব এখানে সেইসব নিয়ে আলোচনা করতে।

"How they dance in the courtyard– sweet summer sweat.. Some dance to remember– some dance to forget." - *Aaron Fresh*

প্রথমেই যে বিষয় নিয়ে কথা বলব তা হল মাহারি বা দেবদাসী। এই প্রথা অনুযায়ী মেয়েদের দেবতার জন্য উৎসর্গ করা হত। তারা আজীবন দেবতাকে, এক্ষেত্রে জগন্নাথকে সেবা করতেন তার স্ত্রী হিসেবে। এটা জানার পর থেকেই নানা প্রশ্ন মাথায় আসতে থাকে। কারা এই মেয়েরা? কোন পরিবারের? তাদের কি এই প্রথায় আসায় সায় ছিল? একে কি প্রথা বলব না পেশা?এরা কি সবাই একসাথে থাকতেন? আমজনতার চোখে এদের কী স্থান ছিল? মেয়েদের যৌনতার স্বাধীনতাও অধিকার নিয়ে এখন আলোচনা হচ্ছে, খোলাখুলি কথা হচ্ছে, এইরকম একটা প্রথায় থেকে তাঁরা কতটা স্বাধীন ছিলেন?

যত পড়লাম, দেখলাম তাতে বুঝলাম ইতিহাসে এঁদের সেভাবে বিশদে ঠাঁই হয়নি। বলা হয় যে'নিচুজাত' এর পরিবার থেকে মেয়েদের গ্রহণ করা হত না মাহারি হিসেবে, এটা কতটা বিশ্বাস যোগ্য জানিনা! তাহলে কারা আসতেন? এটা না বললে হয়ত 'পবিত্রতা' রক্ষা করা যাবেনা। এইসব মেয়েরা বিয়ে করতে পারতেন না কিন্তু তাঁদের সঙ্গী থাকতে পারত। সঙ্গীর সাথে সম্পর্কে জন্মান সন্তানের ওপর দেবদাসীর অধিকার ছিল। তাঁরা সন্তান দত্তকও নিতে পারতেন। এতটা শুনে মনে হতেই পারে এই প্রথায় নারীরা বেশ স্বাবলম্বী ছিলেন কিন্তু এরপরে ও প্রশ্ন এঁদের কি সঙ্গী হিসেবে শুধুই পুরুষ থাকত? কেউ কি বিয়ে থেকে পালাতে এই প্রথায় চলে আসতেন? কেউ এই প্রথা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে সেই সুযোগ ছিল কি? বেরিয়ে আসলে সমাজে তাঁর কি জায়গা হত? মন্দিরের পুরোহিতদের হাতে কতটা সুরক্ষিত ছিলেন তাঁরা? আচ্ছা যদি ধর্মের নিয়মে নারীর বিবাহের পর অন্য ব্যক্তির সাথে শারীরিক ও মানসিক সম্পর্ক অপরাধের চোখে দেখা হয় তাহলে সেই ধর্মের দেবতার'স্ত্রী'হয়ে অন্য সঙ্গী রাখায় আপত্তি নেই !! জানা যায়না! সমাজ তাঁদের নিয়ে বেশী চিন্তা করত না কারণ এই প্রথার নিয়ম-কানুন সর্বোপরি মন্দিরের পুরোহিতদের দ্বারা ঠিক হত। ধর্মের দোহাই দিয়ে, গরিব ও ক্ষমতাহীনকে শোষণ করার মাধ্যম সেই নারীর শরীর ও মন। মন্দিরের বন্ধ দরজার পেছনে আসলে কী ঘটত তা আর সেভাবে জানার উপায় নেই। না আছে সেই প্রাচীন শতকে তৈরি দেবদাসী প্রথা না আছেন দেবদাসীরা। আছে শুধু কিছু প্রশ্ন।

"Empty your mind– be formless. Shapeless– like water." – Bruce Lee

শরীরের ধারণাঃ নাচ এর ক্ষেত্রে মূলত শরীরের প্রাধান্য ও ব্যবহার বেশি। শরীরকে নানা ভাবে দেখান হয় যেমন মানুষ, পশু, প্রাকৃতিক উপাদান, বস্তু, বাদ্য যন্ত্র, আবেগ ও অনেক সময় বিমূর্ত।

শরীরের সেই পরিবর্তনের ক্ষমতা আছে। গল্প বলা আমাদের সংস্কৃতির অন্যতম বিশেষত্ব, নাচ তারই একটা মাধ্যম। নাচের মাধ্যমে সেই সুযোগ আছে যেখানে শরীর ও মন নিয়ে সময় ও স্থান নির্বিশেষে ইচ্ছেমত যাতায়াত করা যায়। ভাব প্রকাশ করতে হাতের মুদ্রা, মুখের ভঙ্গির সাহায্য নিই ফলে আমি যে পরিসরেই থাকি না কেন, আমার শরীরের অসীমতা এক জায়গাতে থেকেও ব্যাপ্তি পায়। শুধু এক জায়গায় সে আর সীমিত থাকে না।

শরীরের লিঙ্গ ঃ এবার আসি নাচ এ লিঙ্গের পরিচয় ও তার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কিছু নিয়মে। সাধারণত যিনি নাচ করছেন তার শরীর কোনো নির্দিষ্ট লিঙ্গ পরিচয়ের গণ্ডিতে থাকে না। প্রয়োজনে 'নারীসুলভ', 'পুরুষসুলভ' বা যখন যেমন রূপ, আকার দরকার। আমাদের সামাজিক ধারনা অনুযায়ী কিছু বৈশিষ্ট্য আগে থেকেই দেয়া আছে, পুরুষত্ব হল শক্তি, বুক ফুলিয়ে হাঁটবে, চেহারা বড় হবে আর অন্যদিকে নারীত্ব মানে নরম, ভীতু, আকারে ছোট ইত্যাদি। এখানে আমি নৃত্যশিল্পী হিসেবে কিছু যোগ করতে চাইব, কোনো পুরুষ কেন তার দুর্বলতা, কান্না প্রকাশ্যে দেখাতে পারবে না? সে সবার আগে তো মানুষ! কেন সে তার ভেতরের নরম সত্ত্বা সামনে আনবে না? কেন সে প্রয়োজনে তার কোমর ব্যবহার করবে না? সেও তো তার শরীরেরই অংশ। অথবা কেন কোন নারী তার পা ফাঁক করে দাঁড়াবে না? এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় লাফ দিয়ে যাবে না? আমরা দৈনন্দিন জীবনে যা করে থাকি তা নাচে করলে কি এমন নিয়ম বহির্ভূত হয়ে যায়? এই জোর করে চাপিয়ে দেওয়া নিয়মগুলো আসলে শিল্পের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আগে যেমন বলেছি আমাদের ভেতরে আসলে সবরকম সত্ত্বাই আসলে বাস করে, এবার সময় এসেছে সেগুলকে নিয়ে কথা বলার, চর্চা করার। প্রত্যেকের বহিঃপ্রকাশের ধরন আলাদা, কথা বলা আলাদা, এটা একান্তই ব্যক্তিগত যাত্রা; এই বিভিন্নতার সম্পূর্ণ অধিকার আছে সামনে আসার। কি নারীত্ব আর কিবা পুরুষত্ব সেটা হোক একান্তই নিজের। কারুর আগে থেকে ঠিক করে দেওয়া না।

অন্য আরেকটা দিক হল পোশাক। আমরা এটা ধরেই নিয়েছি যে পুরুষ শরীর মাত্রেই সে খালি গায়ে খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করবে যেটাএকেবারেই ঠিক নয়। আমাব এমন অনেক 'পুরুষ'নৃত্যশিল্পীবন্ধু আছেন যারা এই ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। যাঁদের কাছে আর কোন উপায় নেই। তাঁরা নিজেদের যৌনতার পরিচয়ের কারণে খালি গায়ে অনেক লোকের সামনে যেতে একেবারেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেননা।

আমাদেব একটু ভাবা দরকার। কি পদক্ষেপনেব? নিজের পছন্দকে কিভাবে গুরুত্ব দেব?

কুইয়ার কথা ঃ আমাদের শাস্ত্রীয় নৃত্য অনেক জায়গায় পুরাণ, মহাকাব্য, লোককথা, কবিতা ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়।ওই যে বলেছি, গল্প বলার একটা মাধ্যম। এই লেখাগুলো মূলত প্রেম, অনুরাগ, ভক্তি ভাব নিয়ে। এই গল্পের মূল চরিত্রে কিন্তু নারী-পুরুষের সম্পর্কের কথাই বলা থাকে, সেখানে কোন সমপ্রেম বা non-normative সম্পর্ক বা প্রেম নিয়ে গল্প নেই, যেন বা কোন অস্তিত্বই নেই। এদিকে আমাদের সংস্কৃতির একটা দারুন মজা হল অনেক জায়গায় পরিস্কার করে কিছু বলা থাকে না, আর আমরা সেটা নিয়ে নিজেরা কিছু ভাবার বদলে সেই চেনাজানা ধাঁচে ফেলে দিই।

আমি নিজে কাজ করার সময় রামায়ণ থেকে এমনি এক কাণ্ড খুঁজে বের করেছিলাম যা লিঙ্গ, যৌনতাকে অন্যভাবে দেখাবে, বোঝাবে, ভাবাবে। আসলে আমাদের খুব দূরে যেতে লাগেনা, একটু খুঁজলেই পাওয়া যায় এইসব গল্প, খুব চেনা জায়গা থেকেই আবার ইচ্ছে হলে বানিয়ে ও নেওয়া যায়। সিনেমা, থিয়েটার সহ নানা শিল্পে এই স্বাধীনতা আছে, নাচেও আছে কিন্তু আমরা শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পীরা কেন জানিনা ভাবিনা এইদিকগুলো নিয়ে। অথচ কুইয়্যার মানুষ যে এইক্ষেত্রে ছিলেন না বা নেই তা নয়!

"The body says what words cannot." — *Martha Graham*

নাচ একটি আদিম ভাষা যেখানে কথা না বলে নিজেকে প্রকাশ করা যায়। আমাদের রোজকার জীবনে, নানা ক্ষেত্রে, না জেনে নানা ভঙ্গি আমরা করে থাকি বার্তা বদল করতে। ওড়িশি নাচ শুরুর পর থেকে অনেক বদলেছে, অনেক বদলাবেও ভবিষ্যতে। এই মাধ্যমেই আমি নিজেকে প্রকাশ করার ভাষা, এই জগতে টিঁকে থাকার উপায় খুঁজে পাই। একে জানার বা বোঝার কোন শেষ নেই। খুব ভালো লাগল সবার সাথে এতগুলো কথা, ভাবনা ভাগ করতে পেরে!

■ মনামি ওড়িশি নৃত্যশিল্পী। স্যাফোর সদস্য।

Haggled home

Ankana

The gushing wind resisted her flight,
Within the stuffed grave
overtly narrow;
Rested the ruffled sparrow.

In hopes of finding a home,
she negotiated with the dusty,
unkempt dome.

Days after days, one after the other,
Twigs, hays and everything untidy;
With myriad spirit carried she.

Thinking to herself
Back and forth,
Decisions were taken to make the numerous flights worth.

There existed an uncanny sense of equilibrium!
Betwixt her frequent roam,
Upon the enmeshed refuge;
She haggled her new home.

■ Ankana is an almost psychologist, a newbie tattooist and a fitness enthusiast. She is a lover of words and loves to put things into perspective for herself and others when need be.

আসন্ন কবিতার বই ‘সন্ধ্যাকালীন রন্ধনপ্রণালী’ থেকেঃ

ঈপ্সিতা হালদার

১১
মিথ্যাচার।
যখন উনুনের শিখা থেকে ফরফর উড়ে যায়
সামগ্রিক সত্য। ততখনে শুনি প্রাচীন আমবাগানের পারে
ও কাদের পদধ্বনি! নিষ্করুণ, হৃত ও অগোচর।

শৃঙ্গারের তীব্র অকথ্য অশনি ফিরে এল দুপুরের শেষ দিকে।
সেই অকথ্য ভরাট ওষ্ঠ ভুলে যেতে চাই এই পৌষের শেষদিকে।

এদিকে সন্ধ্যায় বন্যফলের স্ফীত মর্মরে সেই মর্মে আজ বৃষ্টি এল।
শীতে থরথর করে কেঁপে উঠল ছোট পশুগুলি আমাদের নিচু খোঁয়াড়ে।

নড়ে উঠল স্মৃতি, পিতলের ঘণ্টা, ওপরের কড়িকাঠ ভেঙে
ধ্বসে পড়ল ব্যক্তিগত বিগত বছরের আর্ত শীৎকারগুলি। বিশুদ্ধ অনাহত ধ্বনি।
সে কী প্রাবল্য তার।

আরও কত দূরে গেলে এই কামাতুর বৃংহণ ঝটিকা মেঘের সাথে
উড়ে চলে যাবে, আমি কান চেপে ধরে ভাবি সেই।

এদিকে প্রান্তরের দিকে শূন্য গ্রাম সব। কারা যেন অন্যদেশে
চলে গেছে কামলা খাটতে। অন্যদের ক্ষেতে।

এখনও তাদের উঠোনে মালসায় পূর্ব দিবসের আমানি দেখা যায়। আমি কি অইমত
অপেক্ষা করে আছি বল? আমি কি মাটির ওপরে জানু মুড়ে বসে আছি
ফিরে আসবে বলে প্রতিধ্বনি? সে কি রূপোর তার, বেড় দিয়ে নেবে
ভারি ও বাঁকানো কোমরের ঘের?

অথচ প্রতিধ্বনিমাত্র বলে পায়ের পাতায়
তৃষ্ণার্ত গোখুরার মত জড়িয়ে আছে প্রবঞ্চনা।
অথচ সে গহনা।

১২
অথচ হে আমার মূঢ় মন
দড়িতে জড়ানো চৌষট্টি ঘণ্টার মত কেন বেজে ওঠো
বার বার। যেন ওই অঘোর প্রদেশে দিগন্তের একটু নিচে
গৃহমুখি পশুদের গলা থেকে উচ্ছ্বিত হাহাকার ।
সেরকম রতিবোধ নিয়ে বসে থাকি। ওদিকে সন্ধ্যায়
মাটির উনুনে তাত ধরে আসে। রসুন ও জারক পাতার রসে হাড়গোড়
ফোটানোর গন্ধে ভিড় করে আসে অনাম্নী বুভুক্ষু পেয়ালেরা।
এই ত্রাস আমি লিখে রেখে যাবো
কত নম্বর পৃষ্ঠায়?

১৩
বিশ্বভুবন ছার খার হয়ে যাচ্ছে আমারই অবারিত তৃষ্ণায়
এই মুহূর্তে জ্ঞান কোথায়?
জলস্রোত পায়ে ঘুরে যায় যেন বা নুপুর
অস্ফোট ধ্বনি তার ওই মুঠো করে ছুঁড়ে দেয় ক্রূর
ও মহতী আখ্যান। শৃঙ্গারের। যা ভাণ। যা একমুখে বলা আমারই প্রগলভ
ইচ্ছাগুলি। যা ছুঁড়ে ফেলে দেবে আট বা দশখানা রূপকের থেকে।
তবেই আমিও নাছোড় জুয়াড়ির মত ফের ওই একই প্রতীকে
একই উপমায় ফিরে ফিরে আসি। দেখি, আজও সেই
ঘাটে বসে আগুন জ্বেলেছে কারা। পরস্পর আলম্ব করে আগুন উঠেছে
কাঠে। মুখোমুখি বসে আছে তারা। মূক, স্তব্ধ।

শুধু কট কট করে মাঝে মধ্যে ফেটে যাচ্ছে অস্থিগিঁট ও কাম।
উড়ে যাচ্ছে ভীত পতঙ্গের পাল।
সেইখানে আখ্যান তত দূর। সেখানে একটি পতঙ্গ
পথ ভুল করে এই দিকে চলে এল।
সে নিয়ে যদিও প্রশ্ন উঠবে ফের, উঠবে সংশয়।

১৪
আমি অবিকল ঠোঁটের নিচেকার
এক খানি পতঙ্গের কথা ভাবি।
মালসার ভাঙে কালো ছাইয়ের মত যেন পড়ে
আছে তার নিষ্করুণ অর্থ গুলি।
এক কালে অগ্নি ছিল। অথবা বাকলে বাঁধা ছিল অগ্নিরূপ সোম।

তার তীব্র ধার সমস্ত হাড়মাস
কন্দমূল কেটেছে রান্নার আগে। কড়াইয়ের লোহা গুঁড়ো গুঁড়ো
মন্ত্রের মত গলন্ত চর্বিতে মিশে গেছে।

সন্ধ্যার কিয়দংশ পরে গুম্ফায় ঘণ্টা বাজা শেষ হলে
কাঠের মেঝেতে একখানা বাটি করে সেই খাদ্য
রেখে গেছে কে?

—
তা স্পর্শ করতে মানা। মুখে দিতে মানা।

১৫
পুরনো ভাঙা গুম্ফার জানলা দিয়ে
দেখছি চাঁদ উঠছে।
এদিকে ২১ টি তারার মূর্তির মধ্যে কোনটি তুমি
ভাবি সেই। কার কটিদেশে ডাং ডাং বেজে যাচ্ছে
করতাল? সেখানে কান পাতলে পাতালের দিকে নেমে যায় স্বর।

কতক্ষণ জানি চায়ের দোকানে তুত্তারে তারে করে
বাজাচ্ছে ধাতুর কেতলি, কাঠের আগুনে

কেন শব্দ একমাত্রিক করে রাখো তুমি?
মুক্তি দাও। আমার ভয় অষ্টক দ্বিধা চতুঃষ্টক
জলের প্রবাহে ধুয়ে যাক। আমারই চুলের গ্রন্থি বেয়ে
নেমে যাক ঘাড়ে পেঁচিয়ে থাকা শরীরের অসহনীয় অতৃপ্তি।

কিন্তু আমার ব্যাপার জটিল। সেই তো রুটি ও জারানো মাংস
চাই, উনুনের পাশের পিঁড়িটি চাই ডিসেম্বরে। এই সব নিয়ে
নির্ব্বান কি হবে বল! মার এসে কখন অঙ্গুলি বুলাবে চুলে
তাই বসে থাকি। এদিকে সন্ধ্যায় স্বতন্ত্র নাকফুল থেকে ঝরে পড়ে রূপো।

■ ঈ–হা চাষবাস ও রান্নাবান্নায় বিশেষ উৎসাহী। কাজের বিষয় কারবালা। আপাতত টু-হুইলারে মানলি-লে হাইওয়ে ধরে লাদাখ যাওয়ার স্বপ্নে।

Promises of Promiscuity

Rudra Kishore Mandal

Our eyes avoid meeting
Like moths evading darkness
But words keep spilling around,
Leading us by the hand
Into meandering alleys
And dead ends...
Of old forgotten cities.

We recognize the charade
Yet, we indulge
For the sake of appearances,
A fleeting glance meets,
Catches flame!
We see each in the eyes of the other
Burning, a mirror of mutual shame.

Don't take off that mask of words!
The fine web of silk will tear
Revealing the dark circles
Under our smiles.
Cracks will show
In the walls of our hearts,
The emotions all piled up in a row.

Keep the doors and windows barred
The curtains down, shrouded...
For fear our precious image gets tarnished.
A masterpiece so carefully crafted
With half truths and ruse;
By the dust of dreams, the bile of regret
And spotless virtue as our muse.

■ Rudra Kishore Mandal is a self employed visual artist whose art seeks to invite intimacy, inspire introspection and provoke dialogue.

"আদর বাড়ে ঝিঁঝিঁপোকার স্বরে"

কলিকা মিত্র

হঠাৎ-ই একটা মানুষের মধ্যে কিছু ভালো লেগে যায়, মনে ধরে যায়, চোখটা আটকে যায়, তারপর সেটাই বারবার দেখতে ইচ্ছে করে; তারপর শুধু সেটা নয়, সেই মানুষটার অন্য জিনিসগুলোও বেশি করে চোখে পড়তে শুরু করে, ছোট, বড়, মাঝারি সবকিছু, আস্তে আস্তে সেই সবকিছুই অসম্ভব ভালো লাগতে শুরু করে, কেন যে এত ভালো লাগছে তার বিশেষ কোন কারণ সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না, খোঁজার তাগিদও আস্তে আস্তে কমে আসে, শুধু সেই অসম্ভব ভালোলাগাটাই আরও মন দিয়ে অনুভব করতে ইচ্ছে করে। সেই কারণহীন, বিরামহীন ভালোলাগাটা এক নিমেষে জীবনটাকে উল্টেপাল্টেও দিতে পারে। সেইরকমই একটা কিছু ঘটছিলো তিস্তা আর মায়া'র মধ্যে। অনেকদিন একে অন্যকে চেনা সত্ত্বেও, হঠাৎ-ই কিছু কিছু জিনিস একে অন্যের চরিত্রে, কথাবার্তায়, হাসিঠাট্টায়, আচার আচরণে খুব বেশি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করল আর তার সঙ্গে বেশি ভালো লাগতেও শুরু করল। একটা মায়াময়, মোহময় প্রেম-প্রেম ভাব হল, সেই ভাব থেকে ধীরে ধীরে প্রেমও হল- জীবনের অন্যান্য নানারকম জটিল ঘনঘটার মধ্যে, ভরা নদীতে জোয়ার আসার মত বাঁধভাঙ্গা প্রেম। সেই প্রেমের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে যেই নিজেদের কর্মক্ষেত্রে কয়েক দিনের ছুটি নেওয়ার সুযোগ এল, মায়া'র মন এক ছুটে পাহাড়ে চলে যাওয়ার জন্য হাঁকপাঁক করতে শুরু করল। তিস্তাও এক নিমেষে রাজি হয়ে যাওয়াতে, মায়া আর সময় নষ্ট না করে ম্যাপ খুলে বসে পড়ল। তিনদিনের বেশি দুজনেই তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে ছুটি নিতে পারবেনা, তাই শনি-রবি আর তার লাগোয়া একটা সবে-ধন নীলমণি জাতীয় ছুটি মিলিয়ে, ছদিনের বেশি দিন পাওয়া যাবেনা। হাতে ছদিন থাকলে কলকাতা থেকে বেড়াতে যাওয়ার জায়গা প্রচুর, কিন্তু উত্তরবঙ্গের দিকেই মনটা রওনা দিয়ে দিয়েছে ততক্ষণে। তখন শীতকাল, তাই খুব বেশি ওপরে যেতে ইচ্ছে করলনা, মারাত্মক ঠাণ্ডা হবে। ম্যাপ-এ ডুআরস এর ওপরেই ঘোরাফেরা করছিল মায়া'র আঙুল। অনেকদিন ধরে মায়া'র মাথায় একটা কথা ঘুরছিল - ওর ঠাকুমা একটা জায়গার নাম শেষ অব্দি বলে গেছেন। শেষ কয়েক মাসে যখন উনি শারীরিকভাবে খুব ভুগছিলেন, তখন মায়া প্রায়শই বসে ওর ঠাকুমার সঙ্গে বেড়ানোর গল্প করত। উনি কোথায় কোথায় গেছেন, মায়া সেইসব গল্প শুনত। মায়া যখনই জিগেস করত যে এখন কোথাও যেতে চাইলে সেটা কোথায় হবে, তাতে ওর ঠাকুমা বলতেন - সান্তালেখোলা। উনি গেছেন ওখানে আগেও, কিন্তু চোখে এমন একটা চমক, আর ঠোঁটের কোণায় হাসি নিয়ে উনি বলতেন যে মায়া'র মনেও সেই নামটা রয়ে গেছিল। সে নিজেও মনে মনে সেখানে যাওয়ার কথা ভাবত, তাই এইবার যখন সুযোগ এল, তখন ম্যাপ-এ আঙুলটা শেষঅব্দি সান্তালেখোলায় গিয়ে আটকাল। এই জায়গাটির নাম এসছে কমলালেবুর বাগান থেকে, সান্তাল অর্থাৎ কমলালেবু। এখানে চারিদিকে কমলালেবুর বাগান করে চাষ করা হয়, সেখান থেকেই গ্রামটির নাম হয় সান্তালেখোলা। ঠাকুমার মৃত্যুর প্রায় একবছর পূর্ণ হতে চলেছিল, তাই আরই কিরম ওই জায়গাটার দিকে মনটা ঝুঁকেছিল। ঠিক হল, তিস্তা আর মায়া সান্তালেখোলা যাবে।

জানুয়ারী মাসের এক সকালে ওরা দুজন নিউমাল জংশন স্টেশন-এ নামল। জমিয়ে ঠাণ্ডা। পাহাড়ে শীতকালে আসার জন্য বেশি করে গরম জামা, টুপি, গরম মোজা, সবই ওরা এনেছিল। কলকাতার মোলায়েম ঠাণ্ডার পর নিউমাল-এ ট্রেন থেকে নেমে চারপাশের পাহাড়ি ঠাণ্ডা হাওয়া শরীরের ভেতরটা যেন একটু নাড়িয়ে দিল। নিউমাল-এ নামার একটা মজা হচ্ছে যে ট্রেনটা তার কিছু সময় আগে থেকেই জঙ্গলে ঢুকে যায় - চারিদিকে পাহাড় আর ঘন, চাপা, হাতির জঙ্গল। ট্রেন-এর জানলা দিয়েই দেখা যায় রেললাইনের আশেপাশে ভাঙ্গা গুঁড়ি, ভাঙ্গা ডাল ইত্যাদি পড়ে আছে, তার মানেই হাতি বা হাতির পাল সেই রাস্তায় গাছের ডাল সরাতে সরাতে এসে ট্রেন এর লাইন পেরিয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় জঙ্গল এত ঘন যে সূর্যের আলো ক্ষীণ হয়ে মাটি ছোঁয়। জঙ্গলের অলিতে গলিতে আলোছায়ার খেলা দেখতে দেখতে তিস্তা তোরশা এক্সপ্রেস যখন নিউমাল জংশন-এ ঢুকল, ততক্ষণে উত্তরবঙ্গের সতেজ রোমাঞ্চ উপভোগ করা শুরু হয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই মনটা নেচে নেচে উঠছিল। তিস্তা আর মায়া এই প্রথম একসঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছিল, তাই মনের চারিকোনায় শুধুই ভরপুর আনন্দ আর উত্তেজনা, সেই আনন্দ ধরে রাখা দায়, ট্রেন-এর গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মনের একোন থেকে ওকোন দৌড়ে বেড়াচ্ছিল। সেই অবস্থায় ট্রেন থেকে স্টেশন-এ নেমে তারা দুজন একটা ট্যাক্সি নিয়ে রওনা দিল সান্তালেখোলা'র দিকে।

চার বছর আগে মায়া শেষ পাহাড়ে গেছিল। গাড়িতে যেতে যেতে নিউমাল-এর রাস্তা ছাড়াতে না ছাড়াতে দুপাশে চা-বাগান শুরু হয়ে গেল। প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিলো তিস্তা আর মায়া। পাহাড়ি এলাকার সেই চেনা ঠাণ্ডা সবুজ ফুরফুরে গন্ধ, যার মধ্যে পাহাড়ের ফুল, পাহাড়ের রোদ, চাপাতা, পাহাড়ের জীবজন্তু, মৌমাছি, প্রজাপতি, পোকামাকড়, গাছের বাকল, শিশির, ঝর্নার জল, সবের গন্ধ লুকিয়ে থাকে। মায়া'র মনে হল তার যেন এক পুরনো প্রেমিকার সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর দেখা হয়েছে। দুজনেই দুজনের প্রেমে মশগুল, এবং একে অন্যকে কাছে পাওয়ার আশায় দিন গুনছিল, মনের ভেতর একটা শূণ্যতা বেড়েই চলেছিল, যা এত বছর পর শুধু একটা গন্ধ দিয়ে ভরতে শুরু করল। ঠিক সেরকমই একটা অনুভূতি হচ্ছিল মায়া'র। একটা নাম-না-জানা আবেগ সে অনুভব করছিল চারপাশের প্রকৃতির প্রতি, ইচ্ছে করছিল দৌড়ে গিয়ে সবচেয়ে কাছের পাহাড়টাকে দুহাত দিয়ে জাপটে জড়িয়ে ধরতে, বলতে যে আমি এসে গেছি, আর কখনো এতদিনের জন্য ছেড়ে যাবোনা। এইসব নানান কথা ভাবতে ভাবতে ওরা দুজন এগিয়ে চলল চা বাগানের ভেতর দিয়ে হিমালয়ের গা ঘেঁষে।

নিউমাল থেকে সান্তালেখোলা পৌঁছতে লাগলো প্রায় দুঘণ্টা। আশেপাশে রাস্তার দৃশ্য বদলাতে বদলাতে যাচ্ছিল, কখনো বিশাল ছড়ানো চাবাগান, কখনো দুপাশে শালবন, আর তারপরেই যখন পাহাড়ে উঠতে শুরু করল ওদের গাড়ি তখন ঘন সবুজ জঙ্গল। সামসিং চাবাগান ছাড়ানোর আর কিছুক্ষণ পরে এল ছোট সামসিং গ্রাম, আর তার কিছুপর দূরে দেখা গেল সান্তালেখোলা ট্যুরিস্ট লজের প্রথম সাইনবোর্ড। চারপাশে শুধু ঘনজঙ্গল আর তার মধ্যে দিয়ে উঠে গেছিল পাহাড়ের রাস্তা। একটা রাস্তা চলে গেছিল তাদের ট্যুরিস্ট লজের দিকে, সেই রাস্তা দিয়ে কিছুটা গিয়েই সামনে দেখা গেল বড় কালোগেট আর তারও পাশে দুটো কটেজ। ট্যুরিস্ট লজের গেটের কাছে গাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে তারা ট্যুরিস্ট লজের কেয়ারটেকার ভিমরাজজি-এর সঙ্গে কটেজের দিকে এগোল। ট্যুরিস্ট লজের কম্পাউনডের মধ্যে দিয়েই সরু একটা জলের ধারা বয়ে চলেছিল যেটা পাহাড়ের গা বেয়ে এদিক ওদিক দিয়ে বয়ে গিয়ে মূর্তি নদীতেমিশেছে। সেই জলের ধারাটা পেরোনোর জন্য একটা ছোট পায়ে চলা ব্রিজ দিয়ে গিয়ে তারা লজের সামনে পৌঁছল। সরকারী ট্যুরিস্ট লজের বড় একটা ঘর খুলে দিল ভিমরাজজি, সামনে লম্বা বারান্দা, আর চারিদিকে ঘন সবুজ পাহাড়, কেউ কোথাও নেই, শুধু পাতার ওপর রোদের ঝিকিমিকি, পাখিদের করতালি আর নানান পোকার তারস্বরে গুঞ্জন। জঙ্গল যেন রমরমিয়ে স্বাগত জানাচ্ছিল তিস্তা আর মায়াকে, যেন কারুর অভ্যর্থনায় কোনরকম ত্রুটি না থাকে। দুবছর লকডাউন-এর পর জঙ্গল তখন ভয়ঙ্কর সুন্দরভাবে জংলি, অরণ্যের এক আদিম উত্তাল রূপ চারিদিক থেকে জাঁকিয়ে বসেছে।

তিস্তা আর মায়া যখন পৌঁছেছে তখন প্রায় দুপুর বারোটার কাছাকাছি। পৌঁছোনর সময় যদিও চারিদিকে রোদ ঝলমল করছিল, তার সঙ্গে দূরে কালো মেঘও দেখা যাচ্ছিল। ভিমরাজজিকে জিজ্ঞেস করাতে জানা গেল যে গতকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে মাঝেমাঝে, আর আগামী কিছুদিন বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে পুরোপুরি ভাবে। বৃষ্টি শুরু হলে ঠাণ্ডাটা আরও কীভাবে জাঁকিয়ে বসবে সেইসব ভাবতে ভাবতেভিমরাজজি-কে দুপুরের খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে বলে তিস্তা আর মায়া বেরোল আশপাশটা একটু দেখতে। ওদেব খুবই মজা হচ্ছিল কারণ ওই সময় ট্যুরিস্ট লজে আর কারুর কোন বুকিং নেই। লকডাউন-এর পর ওরাই প্রথম এসেছে। পুরো বাংলো আর কম্পাউনড জুড়ে আনন্দের সীমা ছাড়িয়ে শুধু ওরা দুজন। মনের সুখে সঙ্গে ছাতা আর টুপি নিয়ে ওরা বেরোল একটু হেঁটে আসতে। যেহেতু ট্যুরিস্টলজ-টা একেবারেই জঙ্গলেরমধ্যে, তাই গেট দিয়ে বেরিয়েই তারা পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। চারিদিকে গাছে গাছে এত পাখি যে কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখবে বোঝা যাচ্ছিল না। সবথেকে বেশি দেখা যাচ্ছিল হিমালায়ান বুলবুল, সুলতান টিট, কাঠঠোকরা, সানবারড, ফ্লাইক্যাচার, দ্রঙ্গ ইত্যাদি। তিস্তা আর মায়া ছাড়া কেউ কোথাও নেই। এরকম জায়গাই তো চেয়েছিল, মনে মনে ভেবেছিল। যতদূর চোখ যায়, শুধুই সবুজ অরণ্য। জঙ্গলের শুঁড়িপথ দিয়ে যেতে যেতে কে যেন চোখের ওপর হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। ছোট ছোট পোকামাকড়, পাহাড়ি সাদা ফুল যার ঠিক মাঝখানে ছোট একটা কমলা বিন্দু, কতরকমের গাছ আর তার কতরকমের পাতা, ছোট ঝোপঝাড়, তার মধ্যে গজিয়ে রয়েছে ছোট ফল, বীজ, কলি, তার পাশেই নানা রকমের পাতাবাহার, পাতার ওপর দিয়ে পিঁপড়েরা চলাফেরা করছে, অন্য পিঁপড়েদের সঙ্গে দেখা হলে কিছু একটা শলা পরামর্শ করে আবার এগিয়ে যাচ্ছে, পাতার মাঝে মাঝে অসম্ভব সুন্দর নানারঙের ফুল, তার ওপর উড়ে বেড়াচ্ছে নানা রঙের প্রজাপতি, এদিক ওদিক ফুলের ওপর বসে শুঁড় ঢুকিয়ে দেখে নিচ্ছে কোথায় মধু পাওয়া যায়, আর সেইসব ঘিরে লম্বা লম্বা আকাশ ভেদকরা গাছের সারি। ওপরের দিকে তাকালে দেখা যায় গাছেরা মিলে একে অন্যের সঙ্গে ডালপালা মিশিয়ে যেন নিজেদের শহর তৈরি করেছে, যার অলিগলি ছোট ডাল বেয়ে আনাগোনা করছে সেই জংলি শহরের সদস্যরা – যেমন কাঠবিড়ালি, শুঁয়োপোকা, ছোটবড় পিঁপড়ে, মাকড়শা ইত্যাদি। এইসব দেখতে দেখতে মোহিত হয়ে গেল তিস্তা আর মায়া, খুশিতে ভরে উঠল এই ভেবে যে আগামী চারদিন তারা এদের সঙ্গে, এদের মধ্যেই থাকবে। ঘড়ির দিকে তাকাতে তারা দেখল লাঞ্চ-এর সময় প্রায় চলে এসছে, আর পেটে খিদে ততক্ষণে গনগনিয়ে বেড়েছে। বড়বড় পা ফেলে দুজনে ট্যুরিস্ট লজের দিকে এগোতে শুরু করতে না করতে বৃষ্টির ফোঁটা এসে দুজনের মাথায় পড়ল, গাছের ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল কালো মেঘটা ততক্ষণে তাদের মাথার ওপর চলে এসেছে আর যেকোনো মুহূর্তে তোড়ে তাদের মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়বে। হলও ঠিক তাই, ট্যুরিস্ট লজের গেট-এর কাছাকাছি যখন পৌঁছেছে, তখন উপরঝান্তি বৃষ্টি শুরু হল। ছাতা মাথায় দিয়ে দৌড়ে এসে ওরা দু'জন ছোট ব্রিজটা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে এলো।

সান্তালেখোলা ট্যুরিস্ট লজ-এ খাবার জায়গাটাও অসম্ভব সুন্দর। বড় কাঠের একটা চাতাল, যার ওপর একটা আটজনের চেয়ার ঘেরা বড় টেবিল। চাতাল এর ওপর কাঠের ছাদ আর চারিদিকটা খোলা,শুধু রেলিং দিয়ে ঘেরা। ভিমরাজজির রান্নাকরা গরম গরম মুরগির ঝোল তাদের জন্য টেবিলের ওপর অপেক্ষা করছিল, আর চারিদিকে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হল। পাখিদের কোলাহল ততক্ষণে থেমে গেছে, পোকা মাকড়েরাও কোটরে বা

গল্পের শিরোনামটি বাংলা ব্যান্ড তালপাতার সেপাই এর গাওয়া একটি গান এর লাইন

পাতার তলায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ওরা দুজন গায়ে আরেকপ্রস্থ গরম জামা চাপিয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ধোঁয়া ওঠা মুরগির ঝোলের দিকে মন দিল। ততক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করে দিয়েছে। আশেপাশে গুড়ুম গুড়ুম করে বাজ পড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে; নিমেষের মধ্যে চারিদিকের পরিবেশটা বদলে গেছিল। রোদের আলোয় মোড়া জঙ্গল আর পাহাড় তখন হয়ে উঠেছে আরও ঘন কালচে সবুজ। হাওয়ার স্যাঁতস্যাঁতে কনকনানি আরও দ্বিগুণভাবে বেড়ে গেছিল। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো খাড়াভাবে প্রচণ্ড বেগে গাছের পাতা ফুঁড়ে যেন মাটিকে গ্রাস করবে বলে এগিয়ে আসছিল। চারিদিকটা আস্তে আস্তে সম্পূর্ণভাবে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো, ট্যুরিস্ট লজের কম্পাউনড ছাড়িয়ে আর একটুই দেখা যাচ্ছিল; তার পেছনের জঙ্গল, পাহাড় ধীরে ধীরে কুয়াশায় ঢেকে গেল। প্রথমদিকে বৃষ্টি আসায় মনটা দমে গেলেও তারপর চারিদিকের তোলপাড় করা সাদা কুয়াশাচ্ছন্ন জঙ্গলের চেহারা দেখে মনে হল এমন তো কখনো দেখিনি এ যে প্রকৃতির আরেক দুর্ধর্ষ রূপ। কেউ কোথাও নেই, শুধু তিস্তা, মায়া আর ভিমরাজজি। কেউ কোনো কথা বলছে না, শুধু শুনছে আর দেখছে। তিস্তা আর মায়া একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসল, মনে মনে কি ভাবল। ভিমরাজজি, যিনি ওখানেরই মানুষ, উনিও রেলিং এর ধারে দাঁড়িয়ে প্রকৃতি'র এই রূপ দেখছিলেন। চারিদিকে গমগম করছে বন্য বাঁধভাঙ্গা বৃষ্টির কলতান। প্রায় একঘণ্টা এইভাবে প্রচণ্ড তোড়ে বৃষ্টি হওয়ার পর আস্তে আস্তে শান্ত হল চারিদিকের মেজাজ। ততক্ষণে বিকেল হয়ে এসেছে। পাখিরা তাদের বাসা থেকেই একে অন্যের খোঁজ খবর নিয়ে নিলো, বেশি আর কাউকে ওড়াউড়ি করতে দেখা গেলনা। তিস্তা আর মায়াও ওখানেই বসে রইল, চারিদিকের বুনো গমগমে আদিম ভাব তাদের প্রেমের এক বাহ্যিক প্রদর্শন-এর মত মনে হচ্ছিল। বুকের ভেতরটা উথাল পাথাল করছিল।

পাঁচটা নাগাদ ভিমরাজজি ওদের জন্য কফি করে আনলেন। ধোঁয়া ওঠা কফির সঙ্গে ভিজে বুনোমাটির গন্ধ মিলেমিশে এক অদ্ভুত মাদকতা সৃষ্টি করেছিল। আস্তে আস্তে সন্ধ্যে নামল; তখনও মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছিল আর তাতে পাতার ওপর লেগে থাকা বৃষ্টির ফোঁটাগুলো এদিক ওদিক গিয়ে পড়ছিল। ভিমরাজজি আটটার সময় ওদের রাতের খাবার রান্নাঘরে ঢাকা দিয়ে রেখে নিজের বাড়ি চলে গেল। তখন সেই পুরো অঞ্চলে শুধু তিস্তা আর মায়া, অন্ধকারের প্রহরীর মত। আগামী চারদিনে, বৃষ্টির মাদকতার মধ্যে বসে ওরা দুজন দেখল এক এক প্রহরে পাহাড়ের এক এক রূপ, জঙ্গলের এক এক রঙ। কখনো পাহাড়ের গা বেয়ে লাঠি নিয়ে হেঁটে হেঁটে, আবার বৃষ্টির সময় রেলিং-এ ঘেরা খাবার টেবিল-এর পাশে ছড়িয়ে থাকা চেয়ার-এ বসে, ওরা দুজনও নিবিড়ভাবে জঙ্গলের সঙ্গে মিশে গেছিল। প্রকৃতি ওদের দু'জনকে তার বাকি সমস্ত গাছ, ফুল, পাতা, হাওয়া, পোকার মত একেবারে আপন করে নিয়েছিল, যেখানে লোক সমাজের কারুর থেকে ভয় ছিল না, লজ্জা ছিল না, শুধু ছিল অন্তহীন আবেগ আর পাহাড় প্রমাণ প্রেম।

■ কলিকা একজন গবেষক, ট্র্যাভেলার এবং কুইয়ার রাইটস্ অ্যাক্টিভিস্ট

Eight Thousand Rebels

Indrani

There's a war
in-between my legs,
waged by men-
fathers, brothers, husbands, sons,
nation,
religion,
state,
to claim my body,
to dictate my fate.

But right down the hill,
hidden in the valley,
my eight thousand
rebels,
are in line.
Blood rushing
through their veins,
growing,
pulsating,
claiming space.
Because I am queen.
My existence, body, pleasure
just mine.

so with
stretched legs,
curled toes,
arched spine,
my eyes closed,
through clenched fingers,
war cry in moans,
my revolution
comes in spasms,

patriarchy
overthrown.

**The clitoris is the only organ in the human body, the sole purpose of which is pleasure. It has eight thousand nerve endings (double that of a penis)*

■ Indrani is a Sappho member, identifies as a gender non-binary, bisexual/sexually fluid individual. An Instructional Designer by profession, she is a solo traveler, a poet, and uses different mediums of art to express herself.

The Neighbor
(Berlin Romance Series)

Aulic

Episode 2. "Thoughts become Things"

Sunday morning arrived with a blue sky promising sunshine. This is good news at the beginning of October in Berlin, a city known for its unpredictable weather and wild characters. Amina gazed through the window from her 8th floor apartment. Soaking her eyes with the early autumn sunlight dripping from the sky, she spotted a new graffiti painted in rainbow colors on the building opposite to the one she lived in.

THOUGHTS BECOME THINGS

"Thoughts become things? Do they, really? What a strange graffiti!" Amina thought. She was sure it had not been there before. Looked freshly painted. But then life is strange. Last night's meeting with the beautiful, kind neighbor and her equally cute kitten was strange.

And if thoughts become things, Amina had really thought about meeting the woman of her dreams right before she saw her neighbor for the first time. Does that mean that she became the thing that Amina had thought?

"Wait, wait, wait! It's too complicated to think so early in the morning. Let me wake up first". Amina got up from her cozy sofa and went to the kitchen to make warm the masala chai she had made and offered to the cute neighbor last evening. There was still some of that left.

The kitchen retained the aroma of almond milk, cardamom, cinnamon, mixed with the Assamese tea Amina had bought from her last trip to Kolkata. Kolkata, the city where she had thought she had met the love of her life, the woman of her dreams. Deepa! Oh Deepa!

The thought of Deepa filled her empty stomach with a range of mixed feelings. Longing and regret; anger and lust; attraction and repulsion. The dark eyebrows, a head full of wild dark curls and those mischievous eyes of her former lover injected into her stomach a bolt of passion. The stomach growled, out of desire or hunger. Maybe both?

"There is a reason why Deepa and you are not together any more. Stop thinking about her. Focus on the present. The here and now. And the future. Amina, Amina, Amina..." the inner and wiser voice tried to talk some sense to her.

Amina was not listening. Sipping her masala chai, she walked closer to the window. If thoughts could become things, why was she not in sunny, warm Kolkata where everyone on the street spoke her mother tongue? Why was she stuck here in Berlin, where the sun was a teasing appearance for half of the year? Why was she here when she knew she could never speak German with the same ease she spoke Bangla?

‘‘হারিয়ে গিয়েছি এইতো জরুরী খবর...”(I am losing myself and that's the hottest news...)

The phone rang to interrupt the incessant streaming of her thoughts. Amina returned to the present with a jolt. Deepa called on Telegram from Kolkata.

Amina was totally spooked by the coincidence. The sun was still shining, and the glaring light fell on the brand-new rainbow graffiti: "Thoughts become things".

2.

"So? Gooottten Mawgen. How are you?" Deepa spoke on the phone. Her attempt to say "Guten Morgen" (good morning in German) was hilarious. Amina smiled and said, "Guten Morgen! সুপ্রভাত ! To what do I do the honor of receiving a call from the busiest artists of the South Asian subcontinent?"
"Oh, wait bro! Where did that come from?" Deepa had started to call Amina "bro" recently and Amina hated that.
Surely, they were not lovers anymore. But to call each other "Bro"??? Not that Amina would also like being called a "sister" either. But Deepa was just being Deepa.

"Oh Deep! stop calling me bro! You know I don't like that." Amina always called Deepa "Deep" because the word had a double meaning. Deep meant "light holder" in Bangla and "profound" in English.

"Okay, okay. I won't call you bro. But you sound so badmooded! What happened?"

"No, actually I am not. I am very good mooded. You wouldn't believe what happened last night. I was just thinking about calling you." It was a partial truth. Amina was AGAIN daydreaming about being in Kolkata, being with Deepa.

"কি ঘটাইসো আবার? What have you been up to?" Deepa sounded curious. Deepa had always been curious about Amina. Even before they had become lovers, Deepa had encouraged Amina's efforts to write queer fiction. Being a professional artist, Deepa knew how difficult it was to make a living being one. But then she had never been good with anything else. Deepa had no other choice but to follow the only thing she knew she could do well.

Amina had many choices. She had several degrees, in computer science and creative writing. If she had wanted, she could devote her life to writing. There were hundreds of ways to make a living as a writer. But Amina always needed financial security. So, she never left her computer programming job, even if she also hated it sometimes. Sitting in front of the machine all day caused her back to be stooped. Amina suffered from constant headaches, burning eyes, and a persistent muscle knot at the back of her left shoulder.

"Hey what happened? Amina, are you there?" Amina had the weird tendency of being lost in her thought while being on the phone. Deepa's voice brought her back to the present moment.

"Yes, yes! I am sorry. I was just distracted for a moment." Amina apologized.
Deepa was aware of this habit of Amina being somewhere else. She never thought that tendency weird but always said to Amina:

"সোনা! (Bangla equivalent for "Honey"!) This absentmindedness is not weird at all. You are between reality and the place where all of your stories, poems, and songs come from. It's not weird at all!"

But Deepa knew that Amina was often embarrassed about her absentmindedness. Deepa repeated the phrase she had said to Amina many times before in the last fifteen years that they knew each other: "Hey, it's not weird at all. Tell me what happened."

Amina calmed down and began to tell what happened last night. How she got freaked out by the fucked up macho voice, how all that fear and disgust dissolved into a mysterious encounter with the beautiful, kind neighbor and a black kitten with the cutest brown eyes. And most importantly, what happened after they both stepped into Amina's kitchen.

Episode 3. Kitchen Stories

Amina gave out a long sigh, took a deep breath, and started,
"Last night...

First she told Deepa about her memories of the traumatic attack, how these memories revisited her when the fucked up macho shouted at her.

And then about the most wonderful twist and unexpected encounter with Sarah, the new neighbor, and Shira, the black kitten with the cutest brown eyes.

Amina kept blabbering and Deepa listened to her excited voice calmly on the other side of the phone, sitting on the rooftop of her house in South Kolkata, a few thousand kilometres away.

Amina continued:

"Shira was sniffing the tuna. I saw Sarah sat in the kitchen cuddling her. I felt like running my fingers through the red curls of this stranger...you know! It was odd! And then I thought..."

Amina was hesitating if she should say this to Deepa.

"And you thought...?" Deepa sounded impatient.

"I thought...I thought...This could be the woman of my dreams." Amina blurted out.

"Come on! You have had so many dreams and so many women of your dreams. Do you really think you would meet just one!" Deepa laughed and teased Amina, although a part of her felt a sudden pang in her belly.Then Deepa added, with a bit of irony, half serious, half joking,

"I thought I was and always will be the woman of your dream. Apparently not!"

Now it was Amina's turn to play the tease,
"You are and you always will be, bro!"

Deepa started laughing and said,
"Stop it now! Tell me what happened then. Did you spend the whole night in the kitchen? Or did you move somewhere else in the apartment, the bedroom, or at least your "cozy" sofa?"

"Deep! You are too fast. Wait a moment..."

2.
[Back in the kitchen last night]

Amina was still holding the knife at the back. The knife turned out to be her biggest problem. Standing at the kitchen door, she was thinking of a strategy to put it somewhere where the neighbor wouldn't notice it.

"Are you sure about us invading your kitchen?" Sarah looked up and locked eyes with Amina.

Interesting thoughts were running through the neighbor's head.
"Who is this person? Why have I not met her before? She looks and sounds queer! Is she?"

Sarah's eyes fell on the postcard glued on the refrigerator. Two naked women in an erotic embrace, painted with water color.

"Definitely queer! Is she single? Does she have a partner?" Sarah was filled with speedy thoughts.

"Stop it! What's happening here. You just met her like five minutes ago. And already fantasizing whether this person is single or not?" Sarah tried to divert her speedy queer thoughts by striking up a conversation with the neighbor.

Amina did not respond to her question. She was staring into Sarah's brown eyes and got lost in the locked gaze. Watching her absentminded face, Sarah felt insecure about staying. She got up and said, "We should leave. It's getting late. It looks like you are going out!"

Amina realized at that moment that she was again doing her thing. Deepa might tolerate it. Deepa knew her for fifteen years. Sarah and Amina did not even know each other fifteen minutes back. Amina gathered herself and said, "Sorry, I am such a bad host. Please stay. I would love to have some company after that incident...you know what I mean."

Before Sarah answered yes or no, Amina rushed to the stove and said, "I could make some tea for us. masala chai? I have some Assamese tea from Kolkata. Would you like some?"

Sarah was hesitating but it looked like her neighbor Amina really wanted her to stay a bit. Sarah loved masala chai. Her kitten Shira looked pretty comfortable in the kitchen. Sarah saw that Shira already started eating the tuna without waiting for anybody's permission.

"Yes! I guess the decision has already been made by someone!" Sarah pointed at Shira. Amina and Sarah both laughed out loud.

In the meantime Amina managed to put down the knife without Sarah noticing it. Amina gave out a long and deep sigh of relief and started the fire.

"Great. I visit Kolkata once every year and I return with kilos of tea." Now Amina felt chatty and joined the conversation, specially since she did not have to stress about hiding the knife behind her back anymore.

"Why Kolkata? Do you have a special connection with the city?" Sarah asked. She was getting more and more curious about Amina.

Amina was expecting to hear a "Where are you from?" type of question that white Germans typically asked in Berlin when they met brown and black people who did not speak much German. But Sarah seemed to be mindful and genuinely interested to know why Kolkata was so special for Amina.

"I lived in Kolkata for two years. I love that city. Deepa my girlfriend...Ähm...my friend lives there." Amina responded.

"Girlfriend?!!!" Amina cursed herself. What a stupid thing to say. But the word just slipped out of her mouth. Probably because she had not had a long-term girlfriend since Deepa officially left her.

Sarah was silent for a moment, puzzled, thinking similar thoughts:
"Hmm! A lover or a friend?"

But Sarah was not that concerned about these designations. Being a polyamorous person she was not the jealous type. But she saw that Amina looked a bit troubled. Maybe Amina could not decide, yet?

Sarah decided to play it safe and said,
"Cool! I have been to Mumbai and Pondicherry. But I have never been to Kolkata. When were you there the last time?"

Amina was relieved that Sarah did not ask anything about Deepa. She smiled and said, "I have never been to Mumbai or Pondicherry. But I can't even count how many times I have been to Kolkata. The last time..hmm..it was during the Christmas holidays. I try to avoid the winter here, you can imagine!"

Sarah smiled back and said, "Yes I can imagine. I have not been to India for a very long time. Lately I have avoided air travels. Too many carbon footprints you know!"

Sarah noticed the dark cloud gathering on Amina's face.

Amina was beginning to think:
"Oh no, is she one of those privileged white environmentalists who mixes everything up, thinking how much carbon footprints the migrants make by going back and forth between the places where they are from and where they lived?!Ouch...that hurts!"

Sarah seemed to have read her thoughts when she added, "Look I don't say this to offend you or anyone who has special connections and contributions to a place elsewhere and geographically far away. I just don't want to visit somewhere very far as a tourist to

have fun at the cost of local economy and carbon footprint. You know what I mean! Besides, now I have Shira to think about."

Amina was moved by the fact that Sarah had been so perceptive and respectful. "That was impressive!" She thought and marvelled how Sarah managed to stand for her cause and yet provided space for differing opinions and choices.

Amina was getting curious about her neighbor even more, and teased her a little bit:
"I guess you are the kind who bikes to your workplace everyday even if it is far far away?"

Sarah smiled and continued teasing back:
"I guess you don't like biking, and why am I surprised?"
Then quickly added, "I wish I could bike to work. But my office is in Potsdam[1]. So I am into carsharing these days with a few friends. Electric Cars though! And occasionally I take the train. Where do you work? I mean where do you walk or dare I say run to work?"

Amina noticed that the flirting tone was getting pretty obvious. She could not decide how much she should say about the work she currently hated and the kind of work she would love to do full-time? Amina was silent and tried to change the subject. She was done making the masala chai.

"May I? Sugar or jaggery?" Amina asked Sarah.
"Yes you may. Ahh you have jaggery? I love jaggery. Yes please." Sara responded.

The two women sat opposite to each other around the kitchen table with a glass of thick, foamy, scented masala chai in front of them. The rich aroma of cardamom, cinnamon, almond milk and jaggery swirled into the air filling up the kitchen with the most delicious smell. Shira the kitten stopped eating the tuna and climbed back into her keeper's lap, gently dozing off, looking satisfied and tired.

Amina and Sarah drank their tea slowly, enjoying the taste, the aroma, and the warmth of the tea and each other's company. The silence enveloped them with the promise of something more. They were not even sure yet, what was indeed coming their way. But they both seemed open for it.

Amina had enough time to think through her answers. She was the first one to break the warm aromatic spell:
"Hey, sorry I didn't answer earlier. I mostly work from home. So I don't even walk to my workplace. And don't like my work very much. It's complicated. And I rather not talk about it."

Amina took a pause and added, "Secondly, Deepa is my ex-girlfriend. We are still in touch. It's complicated."
"You said "it's complicated" twice. But isn't everything a bit complicated?" Sarah tried to sound assuring but it came out as if she did not quite understand the heaviness with Amina had been dealing work and relationship issues.
Amina felt a bit disappointed and said grumpily, "No. I don't think everything is complicated."

Sarah felt the air between them getting tense and the magic of the easy conversation gone.
She said,"Sorry I didn't mean it that way. Thank you for sharing this with me. Did I offend you?"

Amina thought: “This woman is too polite!” She smiled, and said:
"You said "sorry" five times in the last half an hour? What are you always so sorry about?"
Sarah laughed a slightly embarrassed laugh and was about to say "Sorr..." but stopped herself.

They were both smiling now. The warm aroma of masala chai together with the laughter cleared the air between them.

Amina felt she could take a bold step now, encouraged by the talk.
"And you? Are you in any kind of "complicated" relationship?

Sarah felt encouraged too. Now that she knew Amina was “probably” single, she could make her next move. She was not sure if Amina would be able to deal with the one too many complicated relationships that Sarah was involved with. Besides, Sarah was beginning to like this half grumpy half joking totally serious looking nerdy person who made the most delicious masala chai she had had in years.

"It's getting late. Thank you for the tea and the lovely conversation. Maybe we can continue this another time? We should really go now," Sara got up with Shira in her arms.

"Sure." Amina felt a bit taken aback. Maybe she was expecting too much too soon. Usually she was quite tongue-tied around women of potential romantic interest. But this woman, her neighbor, made her feel very comfortable in her skin. Amina could talk to her for hours.

Sarah could read the disappointment on Amina's face. How old is she? She looks so young, a child's face with adult eyes. Had there not been these wrinkles around her eyes, Sarah would have thought that she was twenty something. Sarah did not like the fact that Amina looked so disappointed.

So Sarah quickly said, "I am having a housewarming party next weekend, Saturday night at my place. Would you like to come? You don't have to bike to my place you know?"

Amina smiled and said,"Sure! I would love to drop by. Let me know if you need any help. I am mostly home. Taking a break from the computer is always good for my back."

"Thanks for offering help. I will be in touch." Sarah winked at Amina.

Amina opened the door and stayed there standing for a while, waving furiously at the kitten and Sarah. Sarah waved back and stepped out into the hallway. Shira suddenly woke up and looked around with sleepy eyes, thinking "Where am I?"

Outside a loud siren of either an ambulance or a police car filled the atmosphere with noise and apprehension. But Amina and Sarah both felt a calm joy and curious excitement, having met each other accidentally.

Who knows where this unexpected encounter and the “kitchen stories” would lead to?

[End of Episode 3. To be continued with Episode 4 “The Housewarming Party”]

1. Potsdam is the capital of Brandenburg, the province next to Berlin

■ Aulic (she/her) is a writer of 3 worlds against heteronorms, racial capital, and ethnocentrism. She is traveler, educator, navigating fiction, songscape, and creative non-fiction.

Sappho for Equality

Administrative Office & Resource Centre :
21 Jogendra Garden (S), Ground Floor,
Kolkata - 700 078

E-mail : sappho1999@gmail.com
Website : www.sapphokolkata.in
Contact : 033 2441 9995 (10 a.m. - 6 p.m. Except Mondays, 2nd & 4th Sundays)
Helpline : 098315 18320 (10 a.m. - 6 p.m.. Except Mondays, 2nd & 4th Sundays)

Edited by: Shreosi, Indrani & Poushali ■ Published by Sappho for Equality, 21 Jogendra Garden (S), Ground Floor, Kolkata - 700 078.